নান্দিক পাঠাগারের বিশেষ কয়েকটি পরিকল্পনা ও প্রস্তাবিত বাজেট

সব গল্পের মতো নান্দিক হয়ে ওঠার গল্পটাও সুখ দুঃখ, হাসি-কান্না মেশানো। পারা না পারার, অনন্দ বেদনা মেশানো। স্বপ্ন ও লক্ষ্যকে সামনে নিয়ে ছুটে চলার ক্লান্তিহীন ভ্রমনের মতই। কিছু আশা আকাঙ্ক্ষা ও উদ্দীপনাকে কাজে লাগানোর জন্য চরমভাবে লেগে থাকা এক যাপনের মতোই পথের শুরুটা।

যুগযুগান্তরের কালবাহিত মানুষের মন ও সংস্কৃতির বৈচিত্রের বহুস্বর, বহুধারা ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখায় ধর্মান্ধতার অন্ধকার পথে হারিয়ে যায়। নানা প্রতিক্রিয়াশীল বাধার বিপন্নবোধেই আটকে যায় নানা সৃষ্টিশীল কাজের গতিধারা। চারপাশে এর উদ্ভাবনী আইডিয়া, এত সৃষ্টিশীল মানুষ তবুও সুন্দরের পথনির্মানে অভাব বোধ তৈরি হয় প্রতিনিয়ত। প্রতিদিন ঘুম ভেঙে নুতন সকাল হেসে ওঠে এই বাংলায়, মাঝে মাঝেই দেখা মেলে সুন্দরের অভিযাত্রায় বাঙালি সংস্কৃতির উদযাপন, তবুও অভাব বোধ হয় নিয়মিত সংস্কৃতি চর্চার কেন্দ্রের, যেখানে সাম্প্রদায়িকতার উর্ধে থেকে, সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীলতাকে তোয়াক্কা না করে এক গুনে ধরা সমাজ ও সংস্কৃতির বিনির্ম্মিতির পথযাত্রার।

নান্দিক পাঠাগার 'ভাষা ও সংস্কৃতির আনন্দযোগ' আদর্শ ধারণ করে মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলায় ছোট্ট পরিসরে স্থাপিত একটি সামাজিক পাঠকেন্দ্র। ইতোমধ্যে নান্দিক পাঠাগার নিজস্ব উদ্যোগে পাঠাগার আন্দোলনে সন্তষজনক পরিচিতি লাভ করেছে।

ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মেলবন্ধনই নান্দিকের লক্ষ্য। সকল শিশু-কিশোর তরুণ যুবক এবং প্রবীণরা বই পাঠের মাধ্যমেই শুধু না, নবীণ প্রবীণের চিন্তাভাবনার বিনিময় ঘটানো। একইসাথে তাদের মানবিক বোধের বিকাশ লাভ করবে এটিই নান্দিক পাঠাগারের উদ্দেশ্য। পাশাপাশি সংস্কৃতির বহুমুখী চর্চায় নান্দিক জোরালো ভূমিকা রেখে চলছে।

বাস্তবতার নিরিখে ব্যস্ত পৃথিবীতে প্রযুক্তির অসুবিধা শুধু নয় প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে সুবিধাজনক করে তোলাও একটি সাংস্কৃতিক বিপ্লব। সাধারণ পাঠকেন্দ্র বা সামাজিক লাইব্রেরি তো বটেই সামাজিক আলোচনা আমাদেও সমাজ থেকে ফুরিয়ে যাওয়া সামাজিক আড্ডা, গল্প বলা বা শোনা এসবও যে সংস্কৃতিরই অংশ এসব আমরা মনে করতেই ভুলে গেছি। সামাজিক এই বিচিত্র আড্ডা বা আসর সামাজিক মানসিক মূল্যবোধ সহানুভূতি, সহমর্মিতা ও মানবিক বন্ধন সুদ্রঢ় করবে। এই চিন্তা থেকে নান্দিক পাঠাগারের বিশেষ কয়েকটি উদ্যোগ।

১. মানব গ্রন্থাগার (Human Library) এর কারণ ঃ

নান্দিক, তার ক্ষুদ্র প্রচেষ্টায় সেই অভিযাত্রার শুরুটা করতে চলেছে নিজ গুনেই। অতি অল্প সময়ে, এক বছর সময়ের ব্যবধানে তিনটি ত্রৈ-মাসিক সংখ্যা প্রকাশের মধ্যে দিয়ে জানান দিয়েছে তাই মৌলিকত্ব এবং বাংলার জ সমাও সংস্কৃতিকে ধারন করার ঐকান্তিক প্রচেস্টাকে।

যখন ছোট ছিলাম, দিদিমা, ঠাকুমা, অল্প বয়সে বিধবা হয়ে যাওয়া পিসি, যিনি সময়ের দানে অকালেই বৃদ্ধা হয়ে গিয়েছিলেন, বড় দাদা, দিদিরা গল্প শোনাতেন। বৃষ্টির রাতে বা খুব গভীর কালো রাতে লণ্ঠনের আলোয় ভূতের গল্প জমতো ভাল। আর,ঘুমোবার সময় ভয়হীন গল্পেরা ভিড় জমাতো। তখন রাজপুত্তর,রাজকন্যার জয়। দুষ্টু দানবের পরাজয়।

সেই দিনকালও গিয়েছে, গল্প বলাও গিয়েছে সঙ্গে সঙ্গে। কোন চুলোয়, কে জানে! একান্নবর্তী পরিবার ভেঙে এখন সিঙ্গল ইউনিট। কারও কাছে সময় নেই। জীবন পরিবর্তনশীল। সেই পরিবর্তনের হাত ধরে গল্পের বেশ খানিকটা জায়গা নিয়ে নিয়েছে অডিয়ো ভিসুয়াল মিডিয়া। রেডিয়োর নাটক থেকে, রেকর্ড প্লেয়ারে ভানুর কমিক থেকে, ক্যাসেটের শেষের কবিতা সেরে, সিডির কর্ণ কুন্তী সংবাদ হয়ে এখন আমরা টিভি ফিল্মের সঙ্গে পেয়ে যাচ্ছি ওটিটি প্ল্যাটফর্ম। কথক ঠাকুরের কথকতাও খুঁজে নিতে হবে।

অথচ একসময়ে মা মাসিরা দুপুরের আহার সেরে, মুখে একখিলি পান পুরে হাতে নিতেন বই। কিছু কেনা, কিছু গ্রন্থাগার থেকে আনা। টিভি আসার আগে এই লাইব্রেরিগুলির দারুণ রমরমা ছিল। অনেক সময়ে পছন্দমতো বই পাওয়াও যেত না। অপেক্ষা করতে হতোড় যে নিয়েছে, সে ফেরৎ দিলে তবেই পড়া। অনেকের তো নেশাই ছিল রোজ লাইব্রেরিতে যাওয়া।

বই এখনও লোকে পড়ে। আজকাল মাধ্যম বেড়েছে। আন্তর্জালে অনেকরকম বইয়ের ফ্রি পিডিএফ পাওয়া যায় ও ডাউনলোড করা যায়। স্যোশাল মিডিয়ার সৌজন্যে অনেক বইয়ের পিডিএফ, কষ্ট না-করেই পাওয়া যায়। এছাড়া রয়েছে কিন্ডেল এবং অডিয়ো বুকও। অনলাইনে পছন্দমতো বই কিনতে পারা যায়। এসবের কারণে লাইব্রেরির চাহিদা কমেছে। পুরনোকে বর্জন করে নতুনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে মানুষ। এটা তো হওয়ারই কথা। সব সময় নতুনকে আহ্বানই সময় ও জীবনের সারসত্য। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের নিত্যনতুন ভাবনারও ক্রমবিকাশ ঘটছে। সেই ভাবনা থেকেই নান্দিক পাঠাগারের এই অভিনব পরিকল্পনা।

আসুন, এবার দেখে নেওয়া যাক, কীভাবে কাজ করে এই মানব গ্রন্থাগার?

অন্যান্য লাইব্রেরির মতো আপনি গিয়ে যদি বলেন, 'গোরা' দিন তো বা 'পথের পাঁচালি' আছে? পাবেন না। গল্পপাঠ বা সাহিত্যের রসাস্বাদনের জন্য এই গ্রন্থাগার নয়। কারণ, এখানে বই নয়, রয়েছে মানুষড় যাকে আপনি সদস্য কার্ড দেখিয়ে বাড়ি বয়ে আনতে পারবেন না। এবং সময়ও বেধে দেওয়া রয়েছে ৩০ মিনিট। এখানে বই, গল্প,প্রবন্ধ শোনাবে না, মানুষের তাঁদের জীবনের কথা শোনাবে। একজনের মুখ থেকে অন্যরা শুনবে বক্তার জীবনের ওঠাপড়ার কথা। মানুষের মানসিক চাপ কমাতেই এই উদ্যোগ। সমাজে বিভিন্ন অভিজ্ঞতার মানুষেরা রয়েছেন, যা আমাদের অজানা। সেই অভিজ্ঞতা জেনে নিজেদের উন্নত করার চেষ্টা।

মানব গ্রন্থাগারের একটি বোর্ডে প্রোগ্রাম লেখা রয়েছে। OCD, PTSD, LONELY, VICTIM OF INCEST, SEXUALLY ABUSED, DEEF BLIND, BISEXUAL, RARE HANDICAPED, BULLIED, HIGH IQ ইত্যাদি। অর্থাৎ এইসব সমস্যাষয় ভোগা মানুষেরা নিজেদের জীবনের অভিজ্ঞতা শোনাবেন। তাঁরা হলেন একেকটি বইড় জীবন্ত মানব, গ্রন্থের ভূমিকায়। আপনি তাঁদের কথা শুনবেন, আপনি পাঠক। তাঁদের অভিজ্ঞতা শুনে নিজের জীবনকে উন্নত করবেন। মানসিক চাপ মুক্ত হবেন। ভাল থাকবেন।

বাস্তব সমস্যায় ভোগা মানুষেরা নিজেদের জীবনের অভিজ্ঞতা শোনাবেন। তাঁরা হলেন একেকটি বইড় জীবন্ত মানব, গ্রন্থের ভূমিকায়। আপনি তাঁদের কথা শুনবেন, আপনি পাঠক। তাঁদের অভিজ্ঞতা শুনে নিজের জীবনকে উন্নত করবেন। মানসিক চাপ মুক্ত হবেন। মানুষের মন ভাল রাখতে এই অভিনব পরিকল্পনাটির উদ্যোগ নান্দিকের।

২. ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি (Nandik Litle Library)

আমাদের চারপাশে- রাস্তায়, চায়ের দোকানে, যাত্রী ছাউনি, সেলুন অথবা এরকম অন্যান্য খোলা জায়গায় যেখানে ৪/৫ অথবা ততধিক মানুষ বসে গল্প করে বা আড্ডা মেরে সময় কাটায়। এমন যেকোনো স্থানে বিশেষ করে চায়ের দোকান ও সেলুনে নান্দিক উদ্যোগ নিয়েছে "নান্দিক লিটল লাইব্রেরি "স্থাপন করা। যাতে করে অবসরে মানুষ গল্প করে সময় কাটানোর চাইতে বইয়ের সাথে সময় কাটানোর সুযোগ পায়।

এমতাবস্থায় নান্দিক মানব গ্রন্থাগার (Human Library), ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি (Nandik Litle Library) সহযোগিতার জন্যে বিনীত অনুরোধ করছি। পাশাপাশি পাঠাগারের সামগ্রীক কার্যক্রমে আপনার সহযোগিতা একান্তভাবে কামনা করছি।

৩. গুরুজন আসর : প্রবীণদের অবসর বিনোদন শারীরিক-মানসিক সুস্থতা ও উন্নয়ন প্রকল্প

প্রবীণদের শারীরিক মানসিক সুস্থতা ও উন্নয়নকল্পে তাঁদের চিত্ত-বিনোদনের জন্য সংগীত, আবৃত্তি, গল্প বলা, পুঁথিপাঠ, নাটিকা, আঞ্চলিক গীত বা গান অথবা শারীরিক সামর্থ্য অনুযায়ী ক্রীড়া-কসরতে আগ্রহী করে তোলা। যেমন, হাঁটা, সাঁতার, আনন্দ-ভ্রমণ, যোগ-ব্যায়াম ইত্যাদি। স্বাস্থ্য সচেতনতার লক্ষ্যে মাঝে মাঝে চিকিৎসকদের সাথে সরাসরি আলোচনার ব্যবস্থা। মূলকথা প্রবীণদের মানসিক ও শারীরীক সমস্যার কথা বলতে পারার সহজ ও প্রাকৃতিক পরিবেশ সৃষ্টি করার লক্ষ্যেই সংগঠনের এই বিশেষ উদ্যোগ।

বাংলাদেশের সব শ্রেণি পেশার বয়স্ক মানুষ লিঙ্গ ভেদে বহুমুখী সমস্যায় আক্রান্ত। বয়সজনিত কারণে বৃদ্ধরা স্বভাবতই পরনির্ভরশীল। সরকারি বেসরকারি এবং ব্যক্তি উদ্যোগে নারী ও শিশুদের কল্যাণে দেশব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি পরিচালিত হয়ে থাকে। তবে প্রবীণদের জন্য আলোচিত তেমন কোনো কার্যক্রম খুব একটা লক্ষ করা যায় না। সরকারি এবং ব্যক্তি উদ্যোগে কিছু বৃদ্ধাশ্রম জাতীয় আবাসিককেন্দ্র গড়ে উঠলেও দেশব্যাপী এদের একটা বড় অংশ মানবেতর জীবনযাপন করছে।

এ অবহেলিত, নিঃসঙ্গ, স্থবির ও নিরানন্দ জীবন-যাপনে তাঁরা সহজেই শারীরিক ও মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাই সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে তাঁদের অবসর বিনোদন, শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার জন্য এই মানবিক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে।

মানুষের মন ভাল রাখতে এই অভিনব পরিকল্পনাটি আরও বিকশিত হোক।

এমতাবস্থায় নান্দিক এর বিশেষ কয়েকটি পরিকল্পনা ও উদ্যোগ বাস্তবায়নে সহযোগিতার জন্যে বিনীত অনুরোধ করছি। পাশাপাশি পাঠাগারের সামগ্রীক কার্যক্রমে আপনার সহযোগিতা একান্তভাবে কামনা করছি।

বিশেষ কর্মপরিকল্পনার প্রস্তাবিত বাজেট

১। প্রস্তাবিত বাজেট

Human Library (মানবগ্রন্থাগার)

নং	বিবরণ	মোট পরিমাণ	একক মূল্য	মোট মূল্য
০১	বৈঠক	৪৮ দিন		
০২	আলোচক/কথক		৩,০০০/-	১,৪৪,০০০/-
০৪	আপ্যায়ন		৫,০০০/-	২,৪০,০০০/-
০৫	ব্যানার		৫০০০/-	৫,০০০/-
০৬	সংবাদ বিজ্ঞপ্তি		১২,০০০/-	১২,০০০/-
০৭	পত্রিকায় বিজ্ঞাপন		১৫,০০০/-	১৫,০০০/-
০৮	ব্রোসেয়ার		৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/-
০৯	উদ্বোধনী অনুষ্ঠান		৩০,০০০/-	৩০,০০০/-
			মোট:	৪,৯১,০০০/-

মোট : ৪,৯১,০০০/-
কথায় : চার লাখ একানব্বই হাজার টাকা মাত্র

২। প্রস্তাবিত বাজেট

ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি (Nandik Litle Library)

নং	বিবরণ	মোট পরিমাণ	একক মূল্য	মোট মূল্য
০১	১০টি লাইব্রেরির জন্য বুক সেল্ফ	১০টি	১৫,০০০/-	১৫০,০০০/-
০২	বই সংগ্রহ/ ক্রয়		১২০০০/-	১২০,০০০/-
০৩	ব্যানার ও অনান্য		৫০০০/-	৫০,০০০/-
০৬	সংবাদ বিজ্ঞপ্তি		১০,০০০/-	১০,০০০/-
০৭	পত্রিকায় বিজ্ঞাপন		৫০,০০০/-	৫০,০০০/-
০৮	উদ্বোধনী অনুষ্ঠান		২০,০০০/-	২০০,০০০/-
			মোট:	৫,৮০,০০০/-

মোট : ৫,৮০,০০০/-
কথায় : পাঁচ লাখ আশি হাজার টাকা মাত্র

১। গুরুজন আসর

প্রবীণদের অবসর বিনোদন শারীরিক-মানসিক সুস্থতা ও উন্নয়ন প্রকল্প

নং	বিবরণ	মোট পরিমাণ	একক মূল্য	মোট মূল্য
০১	বৈঠক	৪৮ দিন		
০২	আলোচক/কথক/চিকিৎসক/অতিথি		৬,০০০/-	২,৮৮,০০০/-
০৪	আপ্যায়ন		১০,০০০/-	৪,৮০,০০০/-
০৫	ব্যানার/লিফলেট		৩০০০০/-	৩০,০০০/-
০৬	সংবাদ বিজ্ঞপ্তি		১২,০০০/-	১২,০০০/-
০৭	পত্রিকায় বিজ্ঞাপন		২০,০০০/-	২০,০০০/-
০৮	পুস্তিকা, পুঁথি, সচেতনামূলক প্রকাশনা		৬,০০,০০০/-	৬,০০,০০০/-
০৯	উদ্বোধনী অনুষ্ঠান		৮০,০০০/-	৮০,০০০/-
			মোট:	৪,৯১,০০০/-

মোট : ১৫,১০,০০০/-
কথায় : পনের লাখ দশ হাজার টাকা মাত্র

সর্বমোট : ২৫, ৮১,০০০/-
কথায় : পচিশ লাখ একাশি হাজার টাকা মাত্র

নান্দিক এর বিশেষ কয়েকটি পরিকল্পনা ও উদ্যোগ বাস্তবায়নে প্রস্তাবিত বাজেট অনুযায়ী আর্থিক সহযোগিতার জন্যে বিনীত অনুরোধ করছি। পাশাপাশি পাঠাগারের সামগ্রীক কার্যক্রমে আপনার সহযোগিতা একান্তভাবে কামনা করছি।

ধন্যবাদান্তে

ইসমত শিল্পী
সভাপতি, নান্দিক পাঠাগার